বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় আইন চাইলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নয়াদিল্লি, ২০শে অক্টোবর — বেসরকারী উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ যথাযথভাবে কার্যকর করতে এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রুখতে ভর্তির পদ্ধতি ও বেতন কাঠামো নিয়ন্ত্রণে রাজ্যগুলিকে সক্ষম করার মতো কেন্দ্রীয় আইনের দাবি জানাল পশ্চিমবঙ্গ। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষণ চালু করার বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা সভায় ওই দাবি তুলেছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ কেবল সমর্থনই নয় দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যের দুই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েই রাজ্যের স্বার্থে কিছু প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মানবসম্পদমন্ত্রী অর্জুন সিংকে দেন রায়চৌধুরী।

রায়চৌধুরী জানান, ভর্তি ও বেতন কাঠামো নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের প্রশাসনিক নির্দেশ আছে। কিন্তু এরাজ্যের ছাত্ররা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে। অন্য রাজ্যের ছাত্ররাও আসছে। শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ও বটে। দরকার শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা। শিক্ষা আর পাঁচটা শিল্পক্ষেত্রের মতো বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রকে প্রমাণ করতে হবে তারা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কিনা। তারজন্য আইন তৈরির মতো সদর্থক পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে, অন্যান্য অনগ্রসর অংশের সংরক্ষণে সচ্ছল অংশ বাদ রাখার বিষয়টি গোড়া থেকেই প্রয়োগের দাবি তুলেছেন রায়চৌধুরী। ত্রিপুরাসহ অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যও সমর্থন করেছে এই মত। তবে, তিনি স্পষ্ট করেছেন সচ্ছল অংশের বিষয় বিবেচনা তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংরক্ষণে প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই অংশের মানুষ যুগ যুগ ধরে বর্ণাশ্রমপ্রসূত শোষণ প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে অন্যান্য অনগ্রসর অংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শিক্ষা ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ক্ষেত্রে ফারাক আছে।

এই সভায় আলোচ্য না থাকলেও সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ আলোচনায় এসেছে। সংরক্ষণ নিয়ে সংবিধান সংশোধনে এধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেক্ষেত্রে, রাজ্যের তরফে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ে থাকা অনগ্রসর অংশের জন্যই সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবেদন জানাক কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য সংখ্যালঘু পেশাদারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাড়বাড়ন্ত নেই বলেই জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিবপুর কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিচ্ছে কেন্দ্র। অর্জুন সিং-র সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রেখেছেন রায়চৌধুরী। কারণ, এরসঙ্গেই কিছু শর্তও রেখেছে কেন্দ্র। রায়চৌধুরী বলেছেন, ভর্তির ক্ষেত্রে আই আই টি'র মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়ারিং-র ক্ষেত্রে দেশের ৫টি কলেজকে শিবপুরের মতো মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে 'পি জি' এবং 'ইউ জি'-র জন্য কম্বাইন্ড কোর্স-এ এই পাঁচটির নিজস্ব পরীক্ষা হোক। আর, কেবল পশ্চিমবঙ্গেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের চরিত্র সর্বভারতীয়। ফলে 'ইউ জি'-তে জয়েন্ট-র মাধ্যমে ভর্তি হোক। আর পরীক্ষা যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন দেখতে হবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভাল অংশ যেন পড়তে পারে। কারণ, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধিতে স্বাধীনতার আগে বা পরে রাজ্যের মানুষের অবদান প্রচুর।

দ্বিতীয়ত কেবল একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য নয়। অর্থের প্রবাহ চালু থাকা জরুরী। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র মনোনয়ন নির্ভরতা চাইছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব অংশের অংশগ্রহণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জরুরী। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব সুদীপ ব্যানার্জিও উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন সিং এই প্রস্তাব লিখিত আকারে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে।